The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0009

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উপভাষাচর্চা

জেনিফার জাহান*

Abstract: Muhammad Abdul Hai has created a legacy of remarkable accomplishments in Bengali linguistics. He pioneered phonology as a practice in the Indo-Pak subcontinent. His well-known book, *Dhanivijnan o Bangla Dhvanitattwa,* is rich in information and well-written using contemporary approaches. Muhammad Abdul Hai, on the other hand, worked on the analysis of many Bengali dialects as well as phonology. He focused mostly on the dialects of Dhaka, Sylhet, and Chittagong. He has written about these three dialects in both Bengali and English. Muhammad Abdul Hai analysed the structural characteristics of these three dialects, which has been invaluable in the practice of Bengali dialectology. The essays on Dhaka, Chittagong, and Sylheti dialects of Muhammad Abdul Hai are addressed in this article. The major goal of this paper is to provide the linguistic aspects of these three dialects documented in the 1960s and demonstrate how important and relevant these analytical writings are for current dialect research.

Keywords: Muhammad Abdul Hai, Dialect, Dialectology, Dhaka Dialect Chattogram Dialect Sylhet Dialect

১. ভূমিকা

১.১. মুহম্মদ আবদুল হাই: মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন বর্ধমান জুনিয়র মাদ্রাসায়। তিনি ১৯৩৬ সালে উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান এবং ১৯৩৮ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বাংলার কৃতিমান ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতক(সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯৪১ সালে স্নাতক(সম্মান) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং ১৯৪২ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলমান ছাত্র যিনি বাংলা স্নাতক(সম্মান) ও এমএ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার গৌরব লাভ করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ১৯৪৯ সালে প্রভাষক পদে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাবিজ্ঞানে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যান। অধ্যাপক জে.আর. ফার্থের নির্দেশনায় A Phonetic and Phonological Study of Nasal and Nasalisation in Bengali শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করেন এবং সাফল্যের সাথে এমএ ডিগ্রি শেষ করে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন।

তিনি সমকালে প্রচলিত মৌখিক ভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে ১৯৫৭ থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত *সাহিত্য পত্রিকা*-য় ধ্বনিবিষয়ক প্রবন্ধগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে সেগুলোই পুস্তকাকারে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব* হিসেবে প্রকাশিত হয়। তিনি বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত গবেষণা করে ধ্বনিতত্ত্ব গবেষণার একটি পথনির্দেশনা দেন।

১৯৬৬ সালে পুণ্যশ্লোক রায়, লীলা রায় ও মুহম্মদ আবদুল হাই- রচিত *Bengali Language Handbook* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই প্রথম উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের উপভাষা নিয়ে তাঁর আলোচনা বিস্তৃত না হলেও উল্লেখযোগ্য; এক্ষেত্রে তিনি জে আর ফার্থের উপভাষা বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুসরণ করেন। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ২২টি প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়াও *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali* (১৯৬০) এবং *The Sound Structures of English and Bengali* (১৯৬১) শিরোনামে বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সুনিপুণ বর্ণনা সম্বলিত তাঁর আরও দুটো গ্রন্থ রয়েছে।

১.২. উপভাষা: গ্রিক 'ডায়ালেক্টাস' শব্দটি থেকে ইংরেজি ' dialect' শব্দটি এসেছে, যার বাংলা পরিভাষা 'উপভাষা'। 'উপভাষা' শব্দটি অর্থ করতে গিয়ে অনেকেই মনে করেন এ হচ্ছে বিকৃত ভাষা বা উন্নত অভিজাত ভাষার বিকৃত রূপ (হুমায়ুন,২০১৫, পৃ. ৯০)। সাধারণভাবে 'উপভাষা' বলতে বোঝানো হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র) ব্যবহৃত ভাষাকে বা আঞ্চলিক ভাষাকে। তবে পরবর্তীকালে আঞ্চলিক উপভাষা বা regional dialect আলাদা পরিভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যদিও সাধারণভাবে আঞ্চলিক উপভাষাকেই বলা হয় 'উপভাষা'। ১৯৬০ সালে ফার্গুসন উপভাষার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন– 'উপভাষা হচ্ছে কোনো ভাষার এক বা একাধিক বৈচিত্র্যের গুচ্ছ,

যেগুলোতে বিদ্যমান থাকে একটি বা একগুচ্ছ সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা তাদের স্বতন্ত্র করে দেয় ভাষার অন্যান্য বৈচিত্র্য থেকে; এবং ওই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভাষিক বা অভাষিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় একক রূপে' (হুমায়ুন, ২০১৫, পৃ.৯০)। সহজভাবে বললে বলা যায় উপভাষা কোনো ব্যাপক ভাষা অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার বিচিত্র আঞ্চলিক রূপ, যেগুলোর মধ্যে পরস্পর বোধগম্য বিভিন্ন পার্থক্য থাকে এবং এই বোধগম্যতা হারালে তা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হয় (হুমায়ুন, ২০১৫, পৃ.৯০)ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে উপভাষা সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে সাধু বা শিষ্ট ভাষার বিকৃত রূপ বলে মনে করা হত। পরবর্তীকালে ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তন স্থির করার সময় ভাষা ও উপভাষার সংগঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং এ ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তিত হয় (রফিকুল, ১৯৫৮, পৃ.৩২৬)।

১.৩. উপভাষাতত্ত্ব: উপভাষাতত্ত্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষাবিজ্ঞানীরা। তবে প্রথম উপভাষা মানচিত্র প্রণয়ন করেন জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ ওয়েংকার। বাংলা ভাষার উপভাষা বিশ্লেষণে পথিকৃৎ ছিলেন পর্তুগিজ ধর্মযাজক মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও; Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguese নামক অভিধান ও আংশিক ব্যাকরণে তিনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালে ব্যবহৃত আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ তালিকা তুলে ধরেছিলেন; বলা যায় এ আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল বাংলা উপভাষাতত্ত্বচর্চা। পরবর্তীকালে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে কিছু জেলার 'ইতিহাস ও পরিসংখ্যান' প্রকাশিত হয়, যেখানে ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কাছাড় ইত্যাদি জেলার শব্দ সংকলিত ছিল (যতীন্দ্রমোহন, ১৯৭০, দ্র. হুমায়ুন, ২০১৫, পৃ.৯৩)। উপভাষার শব্দকোষ প্রণয়ন, শ্রেণিকরণ ও কালকেন্দ্রিক বর্ণনা ছিল এসময়ের উপভাষাচর্চার অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে উপভাষাতত্ত্বের সূচনা হয় বলে ধরে নেয়া হয়।

বাংলা উপভাষা বিষয়ক কাজের মধ্যে উপভাষা শ্রেণিকরণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মহাউপাত্তসমগ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের(১৯০৩-১৯২৭) *লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া* (*Linguistic Survey of India*) গ্রন্থটি। বইটির পঞ্চমখণ্ড ১ম ভাগে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এবং এর শ্রেণিকরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৬৩) বাংলা উপভাষাগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করেন (হুমায়ুন,২০১৫, পৃ.৯৪-৯৫)।

এছাড়াও বিভিন্ন উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বর্ণনামূলক এবং প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণ করে কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, মেদেনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের উপভাষার পর্যালোচনা রয়েছে।

২. উপভাষাচর্চা: মুহম্মদ আবদুল হাই: ধ্বনিতত্ত্ব চর্চার পাশাপাশি মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাভাষার অল্প কয়েকটি উপভাষা বিশ্লেষণের কাজও করেছেন। মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের উপভাষা নিয়ে তিনি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই সাংগঠনিক (structural) পদ্ধতিতে উপভাষা তিনটির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করেছেন।

সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে *Pakistani Linguistics* পত্রিকায় উপভাষা বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'A Study of Dacca Dialect' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে পূণ্যশ্লোক রায়, লীলা রায় এবং মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক রচিত *Bengali Language Handbook* গ্রন্থটিতে উক্ত প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। তবে এ গ্রন্থে প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Dacca Dialect'। মোট ১৭টি প্রবন্ধ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে, যেগুলোর মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত 'Dacca Dialect' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এ সংকলন গ্রন্থটিতেই মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত 'Chittagong Dialect' প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়েছিল।

তবে ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশের পর এবং ১৯৬৬ সালে পুনঃপ্রকাশের পূর্বে বাংলা বর্ষ ১৩৭২ (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে *সাহিত্য পত্রিকা*-য় 'ঢাকাই উপভাষা' শিরোনামে এ প্রবন্ধটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমান গবেষণায় অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে বাংলায় প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে নতুন করে কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিশ্লেষণ সংযুক্ত হয়নি; এটি ইংরেজি প্রবন্ধটির কেবল বাংলা অনুবাদ।

১৯৬৫ সালে আনোয়ার দিল কর্তৃক সম্পাদিত Studies in Pakistani Linguistics গ্রন্থটিতে প্রথম মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের লেখা 'A Study of Chittagong Dialect' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে পূর্বে উল্লিখিত *Bengali Language Handbook* গ্রন্থটিতে শুধু 'Chittagong Dialect' শিরনামায় প্রকাশিত হয়। তবে 'চট্টগ্রামের উপভাষা' নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনায় বা অনূদিত কোনো বাংলা প্রবন্ধ পাওয়া যায়নি।

একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং আনোয়ার এস. দিল সম্পাদিত *Shahidullah Presentation volume* এ 'A Study of Sylheti Dialect' শিরনামায় তাঁর সিলেটি উপভাষা বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়(আনোয়ার, ১৯৬৬, পৃ.২৫)। তবে ১৯৬২ সালে প্রথম বাংলা ভাষায় লেখা 'সিলেটী' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *পরিক্রম* পত্রিকায়। পরবর্তী পর্য ১৯৯4 সালে প্রকাশিত অধ্যাপক হুমায়ুন

আজাদ সম্পাদিত 'মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী'-র ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে 'সিলেটী'-শিরনামায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য আলোচনা পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধটি থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোচনা। ঢাকাই উপভাষা প্রবন্ধটি যেমন 'Dacca Dialect' প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ, এটি তা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী' গ্রন্থটির ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে 'ঢাকাই উপভাষা' এবং 'Dacca Dialect' প্রবন্ধ দুটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত বাংলাভাষার উল্লেখযোগ্য তিনটি উপভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো-

২.১. ঢাকাই উপভাষা

বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে 'ঢাকা' নামটির ইংরেজি বানান হিসেবে 'Dacca' ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ সেসময় 'Dhaka' বানানটি প্রচলিত ছিলোনা (এটি ১৯৮৭ সালে প্রচলিত হয়) এবং মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম হিসেবে 'Dacca Dialect' ব্যবহার করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৬ সালে ইংরেজি ভাষায় এবং ১৯৬৫ সালে বাংলা ভাষায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'ঢাকাই উপভাষা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বাংলা এবং ইংরেজি দুটো প্রবন্ধের ভূমিকা অংশের আলোচ্য বিষয় একই হলেও ভিন্নভাবে তিনি তা উপস্থাপন করেছেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন 'ঢাকা' শহরে বাংলা ভাষার তিনটি উপভাষা(dialect) প্রচলিত ছিলো (হাই,১৯৬৫,পৃ.৫২৯)। লক্ষণীয়, বর্তমানে সামাজিক উপভাষা (sociolect) বলতে স্বতন্ত্রভাবে যেসকল ধারণা আলোচনা করা হয়, সে সময় উপভাষার আলোচনায় সামগ্রিকভাবে তাই ছিলো। মুহম্মদ আবদুল হাই নির্দেশিত এ তিনটি বিভাজন হলো-

i) চলিত কথ্যভাষা (Standard Colloquial Bengali)
ii) ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা (Dialects of the Daccai Kuttis)
iii) ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রচলিত উপভাষা (Regional Dialects of Dacca)

২.১.১. চলিত কথ্যভাষা: মুহম্মদ আবদুল হাই চলিত কথ্য ভাষাকেই আধুনিক প্রমিত বাংলা বলে নির্দেশ করেছেন। ঢাকা ও কলকাতায় এর একই রূপ ব্যবহৃত হয় এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরাই সাধারণত চলিত উপভাষাটি ব্যবহার করেন বলে মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। কোনো দ্বিতীয় ভাষা উচ্চারণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রভাব থেকে যায়, আবদুল হাই লক্ষ

করেন ঢাকার স্থানীয় লোকদের অনেকেরই চলিত কথ্য ভাষা উচ্চারণে নিজস্ব উপভাষার ছাপ রয়েছে। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবহৃত চলিত ভাষায় উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষার প্রভাবে শব্দের উচ্চারণ ও বানানের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তবে কলকাতা অথবা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ভাষাভাষীরা চলিত কথ্য অবিকৃত উচ্চারণ করেন বলে এ প্রবন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় (হাই, ১৯৯৪, পৃ. ৫২৯)।

২.১.২. ঢাকাই কুট্টিদের উপভাষা: ঢাকা শহরের আদি অধিবাসীদের একটি নিজস্ব উপভাষা রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসী গারোয়ান, রিকশাওয়ালা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষেরাই কুট্টি হিসেবে পরিচিত এবং মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন তাঁরা যে পিজিন (মিশ্র সংযোগ ভাষা) এবং বাংলার একটি আলাদা রূপের সংমিশ্রণে কথা বলেন, তাই 'ঢাকাই কুট্টি উপভাষা'(Kutti dialect) হিসেবে পরিচিত।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে 'ঢাকাই কুট্টি উপভাষা' বা সংক্ষেপে 'কুট্টি উপভাষা'-র উল্লেখযোগ্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, যা হলো বাংলা প্রশস্ত দন্তমূলীয় 'চ' বর্গের ধ্বনিগুলো (কথ্য উপভাষার স্পর্শ) ঢাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'ঘৃষ্ট' উচ্চারণ পায়; উষ্ম বা শিসজাত ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় না (হাই, ১৯৬৫, পৃ. ৫৩০)।

২.১.৩. ঢাকাই উপভাষা: ঢাকা জেলায় এবং ঢাকা শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যে উপভাষায় কথা বলেন সেটাকেই মুহম্মদ আবদুল হাই 'ঢাকাই উপভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চলিত কথ্য উপভাষার সাথে এ উপভাষার ধ্বনি, শব্দ ও পদ গঠনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য বিদ্যমান, যা ঢাকাই উপভাষাকে স্বতন্ত্র উপভাষার মর্যাদা দিয়েছে। এ উপভাষাটি পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু উপভাষা এবং পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত এলাকার ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে বোধগম্য বলে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন ।

তিনি আরও বলেন যে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট (সিলেট), নোয়াখালী ও মৈমনসিংহ (ময়মনসিংহ)- এর আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে ঢাকাই উপভাষার রূপটিকেই পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ঢাকাই উপভাষা' প্রবন্ধটিতে এ উপভাষাটির বৈশিষ্ট্যই বিশ্লেষণ করেছেন।

৩. ঢাকাই উপভাষার ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য

মুহম্মদ আবদুল হাই নির্দেশিত ঢাকাই উপভাষার ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

৩.১. ধ্বনিতত্ত্ব: এ উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাটুকু লক্ষ করলে দেখা যায়

এখানে এককভাবে ঢাকাই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে না ধরে চলিত কথ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রবন্ধে ধ্বনিতত্ত্বের মতো বিস্তৃত পরিসরে না হলেও উল্লেখযোগ্যভাবে রূপতত্ত্ব (morphology)-র আলোচনাও পাওয়া যায়।

৩.১.১. **স্বরধ্বনি:** মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ঢাকাই উপভাষা প্রবন্ধটির বাংলা সংস্করণে স্বরধ্বনি প্রসঙ্গে বলেছেন, চলিত বা কথ্য বাংলার মূল স্বরধ্বনি (vocalic phoneme)-গুলোর সাথে ঢাকাই উপভাষার স্বরধ্বনির কোনো পার্থক্য নেই। চলিত বাংলার মূল স্বরধ্বনি ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও/o/, উ/u/ এ উপভাষাতেও রয়েছে, তবে চলিত বাংলার 'আ' ধ্বনিটি পরিবেশভেদে তুলনামূলকভাবে সম্মুখপ্রসৃত রূপে উচ্চারিত হয় (হাই, ১৯৬৫, পৃ.৫৩০)। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন-

চলিত বাংলা	ঢাকাই উপভাষা
/আ/	/আ'/
রাত	রা'ত
জাত	জা'ত

অপরদিকে ১৯৬৬ সালে 'Bengali Language Handbook'-এ প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার পুনঃপ্রকাশিত প্রবন্ধটিতে তিনি পূর্বোক্ত মত পরিবর্তন করে বলেছেন "The phoneme inventory of the Dacca dialect differs from that of Chalit in some respects: এ/e/, ও/o/ are slightly lower in quality, e.g [rel] `railway', [pol] `bridge'" (হাই ও অন্যান্য, ১৯৬৬, পৃ: ৮০)।

৩.১.২. **অর্ধস্বরধ্বনি:** অর্ধস্বরধ্বনির ক্ষেত্রেও দুটো প্রবন্ধের আলোচনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। বাংলা প্রবন্ধে তিনি

উল্লেখ করেছেন যে কথ্য চলিত উপভাষায় ব্যবহৃত ই, উ, এ, ও চারটি অর্ধস্বরধ্বনিই ঢাকাই উপভাষায় প্রচলিত রয়েছে এবং এগুলো দ্বৈতস্বরধ্বনি (dipthong)-র শেষ উপাদান হিসেবে শব্দান্তে ব্যবহৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিচের উদাহরণগুলো দেখিয়েছেন–

ধ্বনি	উদাহরণ	ধ্বনি	উদাহরণ
/এই্/	/দেই্/	/ওয়্/	/হোয়্/ 'শোয়' অর্থে
/ওই্/	/বই্/	/আয়্/	/যায়্/
/আই্/	/নাই্/	/এ্যায়্/	/দ্যায়্/
/আও্/	/নাও্/	/এউ্/	/দেউ্রি/

/এ্যাও্/	/দ্যাও্/	/ওউ্/	/বউ/
/অয়্/	/বয়্/	/আউ্/	/যাউ্/ ইত্যাদি।

পরবর্তীতে ইংরেজি প্রবন্ধটিতে তিনি অর্ধস্বরধ্বনি /ywYW/-গুলোও চলিত কথ্য উপভাষার মতো ঢাকার উপভাষাতেও একই বলেছেন এবং /i u e o/ ধ্বনির রূপবৈচিত্র্য হওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন (হাই ও অন্যান্য, ১৯৬৬, পৃ: ৮০)।

৩.১.৩. আনুনাসিক স্বরধ্বনি: চলিত কথ্য বাংলায় সব কয়টি স্বরধ্বনিরই স্বতন্ত্র আনুনাসিক রূপ রয়েছে এবং স্বরধ্বনির মৌখিক ও আনুনাসিক রূপ স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে; যেমন:

স্বরধ্বনি	আনুনাসিকতা
কাদা (mud)	কাঁদা (to cry)
কুড়ি (twenty)	কুঁড়ি (bud)

কিন্তু, ঢাকাই উপভাষাতে স্বতন্ত্র অর্থবোধক আনুনাসিক স্বরধ্বনি হয় ব্যবহৃত হয় না, নাহলে শব্দের বিবর্তনে পূর্ববর্তী স্তরের নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিটিই ব্যবহৃত হয় বলে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন–

ঢাকাই উপভাষা

/ক্রন্দন/ –––/কাঁদা/ ––––/কান্দা/

/চন্দ্র/–––– /চান্দ/ বা /চাঁদ/

একইভাবে ফান্দ, বান্ধ, রান্ধা প্রভৃতি শব্দ ঢাকাই উপভাষায় প্রচলিত বলে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তবে প্রবন্ধটির ১৯৬৬ সালের ইংরেজি সংস্করণে আবদুল হাই ঢাকাই উপভাষায় আনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই বলে উল্লেখ করেছেন (আবদুল ও অন্যান্য, ১৯৬৬, পৃ: ৮০)।

৩.১.৪. স্বরধ্বনির অবস্থান: প্রবন্ধটির বাংলা সংস্করণে নিম্নোক্তভাবে স্বরধ্বনির অবস্থান উপস্থাপন করা হয়েছে যা ইংরেজি সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

স্বরধ্বনি	শব্দের আদিতে	শব্দের মধ্যে	শব্দের শেষে
/ই/	/ইটা/	/ফইস/	/করি/
/এ/	/এই/	/বেডি/ (স্ত্রীলোক অর্থে)	‘এ’ এর ব্যবহৃত শব্দান্তে নেই।(কর্তৃকারকে একবচনে দু একটি শব্দ ছাড়া)
/এ্যা/ /আ’/	/এ্যাক/	/দ্যাহা/	/খেলা/, /খ্যালা’/

/আ/	/আমি/	/দান/	/মা/
/অ/ 'বোকা' অর্থে	/অগন/ 'এখন' অর্থে	/অহনে/	/হ/ 'হাঁ' অর্থে
/ও/	/ওযা/	/মোক/ 'মুখ' অর্থে	-----------------
/উ/	/উডি/	/মুনি/	/মামু/

ঢাকাই উপভাষার স্বরধ্বনি বিষয়ক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের আলোচনা লক্ষ করলে দেখা যায়, বাংলা এবং ইংরেজি দুটো প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এক হলেও তথ্য উপস্থাপনে ভিন্নতা আছে; যেমন- বাংলা প্রবন্ধে 'আ' ধ্বনির উচ্চারণ ভিন্নতার কথা উল্লেখ করা থাকলেও ইংরেজি প্রবন্ধে সেটি বাদ দিয়ে 'এ' এবং 'ও' ধ্বনির নিম্নমুখী উচ্চারণের কথা বলা হয়েছে। অর্ধস্বরধ্বনির রূপবৈচিত্র্যের কারণও দুটি প্রবন্ধে কিছুটা ভিন্ন। বাংলা প্রবন্ধে আনুনাসিক স্বরের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা থাকলেও ইংরেজি প্রবন্ধে সরাসরি আনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই বলা হয়েছে। স্বরধ্বনির অবস্থান বিষয়ক আলোচনাও কেবল বাংলা প্রবন্ধের আলোচনায় পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে **১৯৬৬** সালের পুনঃমুদ্রিত ইংরেজি প্রবন্ধটিকে **১৯৬৫** সালে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের পরিমার্জিত সংস্করণও বলা যেতে পারে।

৩.১.৫. ব্যঞ্জনধ্বনি: লক্ষণীয় যে, বাংলা প্রবন্ধটিতে ব্যঞ্জনধ্বনি এবং স্বরধ্বনি উভয় অংশই পৃথক শিরনামাভুক্ত করে

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু, ইংরেজি প্রবন্ধে শুধুমাত্র ধ্বনিমূল (phoneme) শিরনামার অধীনেই স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি ও তাদের রূপবৈচিত্র্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

চলিত কথ্য উপভাষার সাথে তুলনা করেই এ প্রবন্ধে ব্যঞ্জনধ্বনি অংশের আলোচনা করা হয়েছে; বৈশিষ্ট্য আকারে নিচে মুহম্মদ আবদুল হাই নির্দেশিত ঢাকাই উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

- মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট স্পৃষ্টধ্বনি (aspirated affricated plosives) /ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্/ এর ব্যবহার চলিত উপভাষায় থাকলেও ঢাকাই উপভাষায় নেই। তার পরিবর্তে উপভাষা অঞ্চল বিশেষে সামান্য পরিবর্তনসহ মহাপ্রাণতাগুণ সম্পন্ন বিপরীত স্পর্শ (implosive) জাতীয় /'গ/, /'জ/, /'ড/, /'দ/, /'ব/ ধরনের ধ্বনি ঢাকাই উপভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন-

  /'কত'/ = 'ভাত' অর্থে এবং /বাত/ একজাতীয় রোগ অর্থে
  /'দান'/ = 'ধনি' অর্থে ও /দান/ 'দান করা' অর্থে
  /'ডাকা'/ = 'ঢাকা' অর্থে ও /ডাকা/ 'ডাক দেয়া' অর্থে
  /'গা'/ = 'ঘা' অর্থে ও /গা/ 'শরীর' অর্থে।

- মহাপ্রাণতালুপ্ত (অল্পপ্রাণ) বিপরীতস্পর্শ (implosive) ঘোষধ্বনিগুলো তাদের উচ্চারণে স্পর্শধ্বনি অনুদাত্ত (low) মীড় থেকে নিম্নগামী হয়, আর তাদের প্রতিরূপ স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিগুলো স্বরিত মীড় (midtone) থেকে উচ্চারিত হয়(হাই,১৯৬৫, পৃ.৫৩২)। যেমন-

/'দান/ (ধান অর্থে)	এবং	/দান/ (দেওয়া অর্থে)
/'বাত/ (ভাত অর্থে)	এবং	/বাত/ (রোগ অর্থে)

- চলিত বাংলায় চ বর্গীয় তথা প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট (palato alveolar plosive sounds) /চ/ /ছ/ /জ/ /ঝ/ ধ্বনিগুলো

ঢাকাই উপভাষায় ঘর্ষণজাত উচ্চারণ লাভ করে–

চলিত কথ্য	ঢাকাই উপভাষা
/চাচা/	/সাসা/
/মিছা কথা/	/মিছা কথা/ ইত্যাদি।

তাছাড়া কুট্টি উপভাষায় প্রাপ্ত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও (affricate consonant) ঢাকাই উপভাষায় নেই।

- ঢাকাই উপভাষায় শব্দের মধ্যাবস্থানে ঘর্ষণজাত ও ঘৃষ্টধ্বনির মাঝামাঝি একরকম উচ্চারণ পাওয়া যায় বলে আবদুল হাই উল্লেখ

করেছেন /বাচ্চা কাচ্চা/----------/বাস্‌সা কাস্‌সা/ ইত্যাদি। ঢাকাই উপভাষায় /ড়/ এবং /ঢ়/ [}] ধ্বনি নেই। এ স্থলে /র/- [r] ব্যবহৃত হয়। তবে শিক্ষিত লোকেদের মুখে এবং অতি সচেতন উচ্চারণে মাঝে মাঝে /র/ও /ড়/ দুটিই শোনা যায়।

এছাড়াও চলিত কথ্য ভাষার সাথে ঢাকাই উপভাষার যেসকল ধ্বনিগত পার্থক্য আবদুল হাই দেখিয়েছেন তা নিম্নরূপ–

ক)

চলিত কথ্য	ঢাকাই উপভাষা
মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শ /ফ/	ঘর্ষণজাত
দুটি স্বধ্বনির সাথে বা স্বরান্তে /ক/	/খ/ অথবা /গ/ (অনেক ক্ষেত্রে /হ/ হয়ে যায়)
/ঠকানো/	/ঠগানো/
/ঢাকনি/	/ডাখনি/
/টাকা/	/ট্যাহা/

খ)

শব্দান্তে /ক/	ঘর্ষণজাত /খ/

/বুক/	/বোখ/
/নাক/	/নাখ/

আবার ক্ষেত্রবিশেষে /গ/ রূপেও শ্রুত হয়, যেমন- /শাক/ > /হাগ/ ইত্যাদি।
গ) শব্দ মধ্যে ঢাকাই উপভাষায়

/খ/	/হ/
/যখন/	/যহন/
/এখন/	/এ্যাহন/

এছাড়াও শব্দের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে সর্বত্রই /গ/ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ /গান/, /রুগি/, /হগল/, /ঠগ/, /দাগ/ ইত্যাদি।

ঘ) ট-বর্গীয় দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য ধ্বনি

ধ্বনি	আদ্য অবস্থান	মধ্যাবস্থান	শব্দান্তে
/ট্/	/ট্যাহা/	-	/পাট/
/ঠ্/	/ঠ্যাং/	-	-
/ড/	/ডাব/	/মাডা/	-

কখনও /ট্/ নিজ রূপে উচ্চারিত হয় /মটর/, আবার কখনও /ড্/ উচ্চারিত হয় /মডর/, /পডল/। একইভাবে /ঠ্/ পরিবর্তিত হয়ে /ড্/ উচ্চারিত হয়; /কঠিন/**>**/কডিন/, /চিঠি/>/চিডি/।

ছ) ত-বর্গীয় দন্ত্য স্পৃষ্ট ধ্বনিঃ

ধ্বনি	আদ্য অবস্থানে	মধ্যবস্থানে	শব্দান্তে
/ত/	/তাল/	/পাতা/	/কত/
	/ত্যানা/	/যুতা/	/হাত/
/থ/	/থাল/	-	-
/দ/	/দাদা/	/মদু/	/দুদ/

/থ্/ ধ্বনিটি কখনও /থ্/ কখনও আবার /ত্/ রূপে উচ্চারিত হয়, /ব্যাথা/ > /ব্যাতা/

জ) প-বর্গীয় ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনিঃ

ধ্বনি	আদ্য	মধ্য	শব্দান্তে
/প/	/পানি/	-	পাপ
/ব/	/বাই/ ‘ভাই’ অর্থে	-	-

ঝ) আন্তঃস্বরীয় /প/ পরিণত হয় ঘর্ষণজাত ওষ্ঠ্য /ফ/ ধ্বনিতে, যেমনঃ /টুপি/>/টুফি/,

/দুপুর/>/দোফর/ ইত্যাদি।

ঞ) ঘর্ষণজাত ধ্বনি:

/ফ/ /ফল/ /মাফা/ ‘মাপা’ অর্থে /পাফ/ ‘পাপ’ অর্থে

ট) অগ্রদন্তমূলীয়:

অঘোষ /স/

/সাই/ = ‘ছাই’ অর্থে /মাসি/ = ‘মাছি’ অর্থে /মাস/ = ‘মাছ’ অর্থে

/সারি/ = ‘শাড়ি’ অর্থে /মিসা/ = ‘মিছা’ অর্থে।

ঠ) দন্তমূলীয় : চলিত বাংলার /জ/ ও /ঝ/ এর পরিবর্তে ঢাকাই উপভাষায় /য/ = [z] ব্যবহৃত হয়।

ঘোষ /য/

/যাম/ = ‘জাম’ অর্থে /তাযা/ = ‘তাজা’ অর্থে /মায/ = ‘মাঝ’ অর্থে

/যর/ = ‘জর’ অর্থে /বুযা/ = ‘বুঝা’ অর্থে /আয/ = ‘আজ’ অর্থে

তবে আন্তঃস্বরীয় পর্যায়ে প্রশস্ত দন্তমূলীয় এ ধ্বনিটি দ্বিত্বতা লাভ করে /জ্জ/ হয়। যেমন: /বুজ্জেন/ = ‘বুঝেছেন’ অর্থে।

ড) অঘোষ ‘শ’ ধ্বনিটি /শ/ রূপেও উচ্চারিত হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই /হ/ রূপে শ্রুত হয়।

/হউন/ = ‘শকুন’ অর্থে

/হতীন/= ‘সতীন’ অর্থে

/বশা/ = ‘বসা’ অর্থে

ঢ) চলিত উপভাষার মতোই ঢাকাই উপভাষার /র/ এবং /ল/ তরল ধ্বনিগুলো শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য সব অবস্থানেই ব্যবহৃত হয়।

ণ) নাসিক্য ব্যঞ্জন: /ম/ এবং /ন/ দুটো ধ্বনিই ঢাকাই উপভাষায় আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। /মাতা/, /নাম/, /নানা/, /পান/ ইত্যাদি। কিন্তু /ঙ/ কেবলমাত্র অন্ত্য অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। চলিত বাংলায় শব্দের মাঝে যুক্ত বর্ণ হিসেবে /ঙ/ ব্যবহৃত হলেও ঢাকাই উপভাষায় এ প্রকাশ নেই/ যেমন: /মাঙ্গ/ = ‘মহার্ঘ’ অর্থে, /যঙ্কার/ = ‘ঝঙ্কার’ অর্থে।

ঢাকাই উপভাষা নিয়ে পূণ্যশ্লোক রায় *Introduction to the Dacca dialect of Bengali* (১৯৬৬) প্রবন্ধের ধ্বনিতত্ত্ব অংশের আলোচনায় ন্যূনতম শব্দজোড়; উদাহরণ দিয়ে আদ্য, মধ্য অথবা অন্ত্য অবস্থানে ধ্বনির ব্যবহার এবং অনেকক্ষেত্রে বাক প্রত্যঙ্গ এঁকে ধ্বনির উচ্চারণস্থান নির্দেশ করে ঢাকাই উপভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে তুলে

ধরেছেন। পাশাপাশি ঢাকাই উপভাষা এবং আমেরিকান ইংরেজির ধ্বনি নিয়ে বিস্তৃত আকারে তুলনামূলক আলোচনা দেখিয়েছেন, যা উক্ত প্রবন্ধের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য; যেমন- ইংরেজি 'cat', 'low', 'toy', 'thick', 'sing', 'shin' ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত /E/, /ɔ/(কিছু আমেরিকান উপভাষায় ব্যবহৃত), /t/, /th/, /sh/, /N/ ধ্বনিগুলোর সাথে ঢাকাই উপভাষার /ত/, /ট/, /ঠ/, /শ/, /ঙ/, /অ/, /অ্যা/ ধ্বনিগুলোর ব্যবহার পার্থক্য স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে এ প্রবন্ধে (পূণ্যশ্লোক, রওশন এবং মোজাফ্‌ফর, ১৯৬৬)। তাছাড়া ঢাকাই উপভাষার স্বন (intonation) এর ব্যবহার, হ্যাঁ-না প্রশ্নের রূপসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু বাক্য এবং অনুশীলনও (drill) এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বিশ্লেষিত ঢাকাই উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণরীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি ঢাকাই উপভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো উপস্থাপন করেছেন এবং চলিত কথ্য উপভাষার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধ্বনির উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুযায়ী নামকরণের প্রক্রিয়াটি বর্তমান সময়ের ধ্বনি পরিচয়ের সাথে ভিন্নতা বহন করে কিছুটা জটিল আকারও ধারণ করেছে। যেমন: মহাপ্রাণতালুপ্ত বিপরীত স্পর্শ ঘোষধ্বনি, অনুদাত্ত মীড়, আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় স্পৃষ্টধ্বনি, অপিনিহিত ইত্যাদি। তবে ন্যুনতম শব্দজোড়, অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলে নিঃসন্দেহে প্রবন্ধটি আরও তথ্যপূর্ণ হতো।

৩.২. রূপতত্ত্ব: মুহম্মদ আবদুল হাই রূপতত্ত্ব অংশে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রথাগত ব্যাকরণের ধারা ও অভিধাগুলোর মাধ্যমে ঢাকাই উপভাষার রূপতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। এ আলোচনায় তিনি সর্বনাম এবং সর্বনামের রূপ হিসেবে কারক (৭ প্রকার) এবং ক্রিয়াপদের অন্তর্ভুক্ত করে পুরুষভেদে ক্রিয়ারকাল (৬ প্রকার), নির্দেশক(demonstratives), এবং ক্রিয়া অন্ত্য প্রত্যয় (verb suffix) বর্ণনা করেছেন।

৩.২.১. সর্বনাম:

কারক	পুরুষ	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	উত্তম	/আমি/	/আমরা/
	মধ্যম	/তুমি/	/তোমরা/
		/তুই/	/তরা/
		/আফনে/	/আফনেরা/
		/আমনে/	/আমনেরা/
	প্রথম	/হ্যায়'/ = 'সে' (পুং)	/হ্যারা/ = 'তারা' (পুং)
		/তায়/ = 'সে' (স্ত্রী)	/তায়রা/ = 'তারা' (স্ত্রী)

/তারা,তানিরা/='তারা'(পুং) /তে,তানি/='সে'(পুং)
হাতায়, হ্যাতায়/ = 'সে' (স্ত্রী) /হাতায়রা, ত্যাতায়রা/ ='তারা' (স্ত্রী)

এভাবে তিনি কর্ম, সম্প্রদান, সম্বন্ধ, করণ ও অপাদান কারকে পুরুষ ভেদে সর্বনামের রূপ দেখিয়েছেন।

৩.২.২. ক্রিয়ারকাল: একইভাবে তিনি ক্রিয়াপদ শিরোনামের অধীনে কর ধাতু-র পুরুষভেদে বর্তমান, অতীত, পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত, ভবিষ্যত কাল, বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ভবিষ্যত অনুজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করেন-

ভবিষ্যৎ কাল

	সাধারণ	ঘটমান	পুরাঘটিত
উত্তম পুরুষ	/করমু/	/করতে থাকমু/	/কইরা থাকমু/
মধ্যম পুরুষ	/করবা/	/করতে থাকবা/	/কইরা থাকবা/
	/করবি	/করতে থাকবি/	/কইরাথাবি, থাকবি/অ
	/করবেন/	/করতে থাকবেন/	/কইরা থাকবেন/
প্রথম পুরুষ	/করবো/	/কইরা থাইবো/ /করতে থাকবো/	/কইরা থাকবো/

৩.২.৩. নির্দেশক: মুহম্মদ আবদুল হাই কেবল ইংরেজি প্রবন্ধেই নির্দেশক এবং ... এর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেহেতু বর্তমান সময়ের চেয়ে ভিন্নভাবে উদাহরণগুলো আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে তাই তথ্য অনুধাবনের সুবিধার্থে সরাসরি প্রবন্ধকার প্রণীত মূল অংশটুকু তুলে দেয়া হলো (আবদুল ও অন্যান্য, ১৯৬৬, পৃ: ৮৪) –

/EmonEmun/ 'this manner'	/oigula/ 'those things'. No /o/ occurs.
/EHon/ 'now'	/zEmon-zEmun/ 'that particular manner'
/eiDa/ 'this piece'	/zeiDa/ 'that particular piece' /
/eigula/ 'these things'. No /e/ occurs	zeigula/ 'those particular things'
/Omon.-.Omun/ 'that manner'	/zemne/ 'in that manner' /
/oHane/ 'there'	/SEmon-Semun-HEmon-HEmun/ 'that very manner'
/oiDa/ 'that piece'	/SeiDa-HeiDa/ 'that very piece' /

/Seigula-Heigula/ 'those very things'
/temne/ 'in such a manner.

এছাড়াও ‘ঢাকাই উপভাষা’ প্রবন্ধটির শেষে তিনি ঢাকাই উপভাষার নমুনা সংযুক্ত করেছেন, যেখানে তিনি তুলনার সুবিধার্থে প্রথমে চলিত উপভাষায় এবং পরে ঢাকাই উপভাষায় ‘এক বোকা জামাইয়ের গল্প’-টির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করেন।

যেমন:

চলিত উপভাষা - এক ব্রাহ্মণের এক বেটা ছেলে ছিল।

ঢাকাই উপভাষা - এ্যাক বামন্যার এ্যাক পোলা আসিল।

এভাবে তিনি গল্পের পাঁচটি লাইন দুটো উপভাষায় তুলে ধরেন।

তবে কোনো উপভাষার বৈচিত্র্য তুলে ধরতে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ঢাকাই উপভাষা প্রবন্ধে উপভাষার নমুনা আরও বেশি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে ভাষাটির রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যেত। তাছাড়া ঢাকাই উপভাষার রূপমূল সংগঠন প্রক্রিয়া, সাধিত, সম্প্রসারিত ও যৌগিক রূপমূল এবং অন্য উপভাষার সাথে এর রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কিছু তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরতে পারলে এ প্রবন্ধটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ হতো।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ঢাকাই উপভাষা বিশ্লেষণের রূপতত্ত্ব অংশ মূলত প্রথাগত ব্যাকরণের আঙ্গিকে আলোচিত। আধুনিক ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে রূপতত্ত্বে রূপমূল, সহরূপমূল, প্রত্যয়, সাধিত, সম্প্রসারিত রূপমূলের আলোচনা করা হয়, তা এখানে অনুসৃত হয়নি; সে সময় বাংলা বা পশ্চিম বাংলার ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে প্রথাগত ব্যাকরণই অনুসরণ করা হতো। সেদিক থেকে বিচার করলে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ঢাকাই উপভাষাটি সে সময়ে ব্যবহৃত উপভাষার রূপবৈচিত্র্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পথিকৃত ধরা যেতে পারে।

১৯৬৩ সালে ঢাকাই উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মৌলিক, এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বিস্তৃত গবেষণার জন্য মুহম্মদ আবদুল হাই নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবীদার।

৪. চট্টগ্রামের উপভাষা

১৯৬৫ সালে *Studies in Pakistani Linguistics*-এ প্রকাশিত চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে রচিত প্রবন্ধটি *A Study of Chittagong Dialect* এবং ১৯৬৬ সালে মুহাম্মদ আবদুল হাই, পূণ্য শ্লোক রায় এবং লীলা রায় রচিত *Bengali Language Handbook* -এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ‘Chittagong Dialect’ শিরনামায়। লক্ষ্যণীয়

যে এ প্রবন্ধটি কেবল ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত।

১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত দুটো প্রবন্ধের বিষয় চট্টগ্রামের উপভাষা হলেও এদের উপস্থাপনা ও বিষয় বিন্যাস এক নয়। ১৯৬৫ সালের প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল বিন্যাসে ধ্বনিতত্ত্ব, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, অক্ষর সংগঠন, স্বর, রূপধ্বনিতত্ত্ব বিষয়গুলো পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালে পুনঃমুদ্রিত সংস্করণটিতে তুলনামূলকভাবে কিছুটা অবিন্যস্তভাবেই বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এরকম সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো বাদ দিলে দুটো প্রবন্ধই অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এবং তৎকালীন বাংলা উপভাষার ভাষাবৈজ্ঞানিক চর্চার দিক নির্দেশকও বটে। সম্মিলিতভাবে দুটো প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলো অধ্যয়ন করে নিচে একটি পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হলো। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিমূলগুলোর সবকয়টি এখানে উল্লেখ না করে কেবল লক্ষণীয় বৈশিষ্টগুলোই তুলে ধরা হলো–

৪.১. স্বরধ্বনি: প্রবন্ধটিতে স্বরধ্বনির আলোচনা নিম্নরূপ-

ক) ই/i/: উর্ধ্ব সম্মুখ অগোলাকৃত ই /i/ স্বরটি চলিত কথ্য ভাষার তুলনায় কিছুটা নিচে উচ্চারিত হয়ে উচ্চ মধ্য শ্রুত হয়।

যেমন-
ফিড /fid/ (পিঠ)
আছি /asi/ (উপস্থিত)

খ) একইভাবে, এ/e/ ধ্বনিটি সম্মুখ মধ্য অগোলাকৃত থেকে নিম্নমধ্য উচ্চারিত হয়।
ফেড /fed/ (পেট)
আছে /ase/ (উপস্থিত/৩য় পুরুষ)

গ) আ/a/- এই ধ্বনিটি য় /y/ ধ্বনির পাশে বসলে নিম্ন কেন্দ্রীয় (lower-central) অগোলাকৃত হয়; /w/ এর পাশে পশ্চাৎ-গোলাকৃত হয়। এছাড়া অন্যত্র কেন্দ্রিয় অগোলাকৃত হয়।
তারা/tara/ (আকাশের তারা)
মাইয়া/maya/ (মেয়ে)

ঘ) ও/o/- নিম্ন-পশ্চাৎ গোলাকৃত ধ্বনিটি / y w i u / এর সামনে বসলে নিম্নোক্তভাবে অক্ষর গঠন করে
দশ/dOS/ (দশ)––––/dOSwa/
কতদ্দুর/xOddur/ (কতদূর)

কদ্দিন/ xOddin/ (কতদিন) ইত্যাদি।

ঙ) ও/o/- মধ্য-পশ্চাৎ গোলাকৃত ধ্বনিটি, চলিত কথ্য ভাষা থেকে কিছুটা উচ্চ অবস্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

তবে ১৯৬৫ সালের প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন যে চলিত কথ্য বাংলার ৭টি মৌখিক স্বরধ্বনির মধ্যে চট্টগ্রামের উপভাষায় কেবল এ /e/ ধ্বনিটি পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, এর শ্রুতিগত (acoustic) গুণ স্পষ্টভাবে CVC অক্ষর সংগঠনে (syllabic structure) এ প্রকাশ পায়। যেমন-

তেল /tel/ (তেল)

বেল /bel/ (ফল বিশেষ) ইত্যাদি।

এছাড়াও সব স্বরধ্বনি সব অবস্থানে ব্যবহৃত হলেও ও/o/ ধ্বনিটির পুনরাবৃত্ত ব্যবহার শব্দান্তে বেশি দেখা যায়।

৪.১.১ অর্ধস্বরধ্বনি ও দ্বৈতস্বরধ্বনি: অর্ধস্বরধ্বনি ও দ্বৈতস্বরধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের উপভাষায় তেমন কোনো বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না, তবে অনাক্ষরিক (non-syllabic) সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির স্বতন্ত্রভাবে 'দৃঢ়'(tense) উচ্চারণ পাওয়া যায়।

৪.১.২. আনুনাসিক স্বরধ্বনি: চলিত কথ্য ভাষার তুলনায় চট্টগ্রামের উপভাষায় আনুনাসিকতা বেশি পাওয়া যায়।

আমার/amar/------ /a:r/

তোমার/tomar/----/toa:r/

তুমি /tumi/------/tui/ ইত্যাদি।

৪.২. অক্ষর সংগঠন: যদিও স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য কোনো ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য নয় তবুও চট্টগ্রামের উপভাষায় /VC/, /CVC/ অথবা /CVV/ অক্ষর সংগঠনে দীর্ঘ স্বরের পৌণঃপুনিক ব্যবহার পাওয়া যায়। চলিত ভাষার তুলনায় এমন অক্ষর সংগঠনের শব্দগুলোতে চট্টগ্রামের উপভাষার স্বরধ্বনি দীর্ঘ থাকে। যেমন-

আমার/ aM:r/ = আমার

কোল/xO:l/= ঘুঘু পাখি ইত্যাদি।

মনিরুজ্জামান (২০০৭) চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধে আনুনাসিক স্বরধ্বনি নিয়ে বলেছেন যে চলিত বাংলার সব কয়টি স্বরধ্বনিরই আনুনাসিক রূপ এ উপভাষায় পাওয়া যায়। দীর্ঘস্বরের উপস্থিতিতে যে চট্টগ্রামের উপভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়, তাও উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন তিনি। সাধারণত একাক্ষরিক শব্দে এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। যেমন-

/roi/ (রবিবার)   / ro:i/ (থাকা)

/kon/ (কে?= সর্বনাম) / ko:n/ (বলুন= ক্রিয়া)

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে মনিরুজ্জামান তাঁর চট্টগ্রামের উপভাষা প্রবন্ধটিতে ৩৩টি দ্বি-স্বর (dipthong), ১২টি ত্রি-স্বর (tripthong) এবং ২টি চতুর্স্বর (tetrapthong) এর উপস্থিতি আছে বলে উল্লেখ করেন। 'যৌগিক ব্যঞ্জন' শিরনামার অধীনে তিনি এ আলোচনা করেন (মনিরুজ্জামান, ২০০৭)।

২০১৫ সালে আজিজুল হক *Chittagonian Variety: Dialect, Language, or Semi-Language?* প্রবন্ধে বাক্যে আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার দেখিয়েছেন। তবে পরবর্তী প্রবন্ধ দুটির ক্ষেত্রে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রবন্ধটি পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেছে।

৪.৩. **ব্যঞ্জনধ্বনি:** মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতে চলিত কথ্য ভাষা এবং পূর্ববঙ্গীয় অন্যান্য বাংলা উপভাষাগুলোর সাথে চট্টগ্রামের উপভাষার সবচেয়ে বেশি পার্থক্য পাওয়া যায় ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেই।

ক) স্পর্শ ধ্বনি: ক/k/ ধ্বনিটির দুটো বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, স্পর্শ এবং ঘর্ষণজাত। ই/i/ এ/e/ উ/u/ স্বরধ্বনির পূর্বে বসলে ক/k/ স্পর্শ হয় এবং অন্যান্য স্বরধ্বনির পূর্বে সেটা ঘর্ষণজাত উচ্চারণ পায়; যেমন-

কিছু/kisu/(কোন একটা জিনিস) কিল্লাই/killai/(কেন?)

কোদাল/Xoda1/(মাটি কাটার যন্ত্র) কাইম/Xa:im/ (বাঁশের কঞ্চি)

এছাড়াও স্বরমধ্যে ক/k/ উচ্চারিত হয় না এবং শব্দান্তে মুক্ত বৈচিত্র্য (free varient) প্রাপ্ত হয়।

পাক/pak/ অথবা পাগ/ pag/ (পাখা/ডানা)

হাক/hak/ অথবা হাগ/hag/ (শাক)

খ) খ/kh/ ধ্বনিটি চট্টগ্রামের উপভাষায় শব্দের আদিতে ঘর্ষণজাত ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দের মধ্যে খ/kh/ ধ্বনিটি /ক/ /k/ অথবা গ/g/ ধ্বনি হিসেবে শ্রুত হয়।

খাই / x:ai / (খাই/প্রথম পুরুষ) মুখ/muKh / --- মুগ/mug /

খরচ/ xOro:s / (ব্যয়) ইত্যাদি চোখ / coKh /---চোক/cok/

গ) গ/g/ ধ্বনিটি চলিত বাংলার মতোই উচ্চারিত হয়।

ঘ) তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনিগুলো সাধারণত আদ্য অবস্থানে চলিত কথ্যের মতোই ব্যবহৃত হয় তবে আদ্য অবস্থানে উচ্চারণের সময় অল্পপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হয়; যেমন-

ঢাকনা/dhakna/ ----ডাকনা/dakna /

ঢাকা/dhaka /---- ডাকা/dacca /

ঘ) শব্দান্তে ট/T/ এবং থ/Th/ ধ্বনি দুটো ড/D/ হিসেবে উচ্চারিত হয় অথবা স্বাধীন

বৈচিত্র্য সম্পন হয়। তবে মধ্যবস্থানে দ্বিত্বতা প্রাপ্ত হয়। যেমন-

ব্যাটা/beTa/——— ব্যাডা / bEDa/ (পুরুষ)

মিঠা /miTha/——— মিডা/miDa/ (মিষ্টি)

মাইট্টাল / maiTTal / (যার জমি আছে)।

ঙ) দন্ত্য ধ্বনিগুলো শব্দের আদিতে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হলেও শব্দের মধ্যাবস্থানে ত/t/ ধ্বনিটি দ/d/রূপে উচ্চআরিত হয় এবং ধ/dh/ ধ্বনিটি অধিকাংশক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ বালতি /balti/ ————বালদি/baldi /

চ) শব্দান্তে দ/d / ধ্বনির নাসিকতা লাভ করে ন/n / হয়ে যায়।

চাঁদ/ chad /———ছান/san/

ছ) দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনিগুলোর মধ্যে কেবল ব/b/ অপরিবর্তিত থাকে এবং শব্দের আদিতে স্পর্শ ধ্বনি প/p/, ফ/f/ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়, তবে ঘর্ষণজাত ফ/f/ হিসেবে উচ্চারিত হয়। আবার ফ/ph/ শব্দান্তে অনেক সময় হ/h/ শ্রুত হয়।

পারি / pari /————ফারি /fari/

ফেলা/ phela / ——— হেলা/hela/ (ফেলে দেয়া)

জ) তালব্য দন্তমূলীয় চ/C / এবং য/z / ধ্বনিগুলোর ঘর্ষণজাত রূপটি সব অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও চ/c / এবং ছ/ch / ধ্বনি দুটোই তালব্য ঘর্ষণজাত স/s / হিসেবে উচ্চারিত হয়।

মাছ/ maC/———মাস/ma:s /

ঝ) স্পর্শ ব্যঞ্জণ জ্ /j/ এবং ঝ্ /jh / এ উপভাষায় সাধারণত য্ /z / ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। তবে কিছুক্ষেত্রে জ্ /j / ধ্বনিটি দ্বিত্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

জল /Jol / ——→ / zO:l /

মাইজ্জিল / maijjil / - সে মার খেয়েছিল।

ঞ) স্ /s / এবং শ্ /S / ধ্বনি দুটোরই আলাদা উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে স্ /s / বেশি ব্যবহৃত। তবে শব্দ মধ্যে শ/S/ ধ্বনিটি দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হিসেবে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাগুলোর মতোই শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত স/s/ এবং শ/S/, হ/h/ তে পরিবর্তিত হয়-

/siOl/ = শিকল

/SoittO/ = সত্য

/goSSa /= রাগ

সাপ /Sap/ = হাফ/haf/

ট)পৃথকভাবে ড়/R/ধ্বনিটি এ উপভাষায় নেই। ড়/R/ হয়ে যায় র/r/। তবে, মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ব্যবহারে ড়/R/ পাওয়া যায়।

ঠ) নাসিক্য ম/m/ এবং ন/n/ সব অবস্থানেই পাওয়া যায়। তবে জিহ্বামূলীয় নাসিক্য ব্যঞ্জন ঙ/N/ শব্দান্তে এবং যুক্তবর্ণ আকারে পাওয়া যায় ; রঙ/rON/ , সঙ্গে/sONge/ ।

সংক্ষেপে বলা যায় চট্টগ্রামের উপভাষায় নিম্নোক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো পাওয়া যায়-

স্পর্শ	- ব/b/
জিহ্বামূলীয়	- গ/g/ , ক/k/
তালব্য	- ট/T/ , ড/D/ , থ/Th/ এবং ঢ/Dh/ (শেষের দুটো কম পাওয়া যায়)
দন্ত্য	- ত/t/ , দ/d/ , থ/th/ এবং ধ/dh/ (শেষের দুটো কম পাওয়া যায়)
দ্বিওষ্ঠ্য	- ব/ b / এবং মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ভ/bh/
তালব্য দন্তমূলীয়	- চ/C/ , য/z/ , ঝ/zh/
জিহ্বামূলীয়	- খ/x/
দন্তজিহ্বমূলীয়	- ফ/f/ এবং দ্বি-ওষ্ঠ্য ফ/F/ স্বাধীন বৈচিত্র্য ।
তালব্য	- স/s/ , শ্ /S/; আলজিহ্বামূলীয় ঘর্ষণজাত হ/h/ ।
তরল	- ল/l/ , র/r/
নাসিক্য	- ম/m/ , ন/n/ এবং ঙ/N/

৪.৪. **রূপধ্বনিতত্ত্ব:** ক) বিলোপ(elision) এ উপভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শব্দ মধ্যে যদি ই/i/ বা /a/ স্বরধবনি থাকে তাহলে তার পূর্বে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনিটি বিলুপ্ত হয়। যেমন-

চলিত কথ্য	চট্টগ্রামের উপভাষা	
/dakio/	/daio/	ডাক দেয়া
/bebak/	/beak/	সবাই

খ) অন্যান্য পূর্ববঙ্গীয় বাংলা উপভাষায় শব্দের আদিতে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন পাওয়া গেলেও চট্টগ্রামের উপভাষায় তা অনুপস্থিত। যেমন:

স্পষ্ট/spoSTo/	/fosTO/	পরিষ্কার
স্কুল / sthul/	/tul/	মোটা

গ) ধ্বনির সমীভবন চট্টগ্রামের উপভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য; যেমন-

র+ল /r + l/ > ল্ল /ll/ = /tar lagi/ > /tallai/

/ hitar-lagi/ > / hitallai /
/ bhalortagi/ > / balallai /
র+ত /r+t/ > ত্ত/tt/ = / amar + te/ > /amatte/ /tomatte/

মুহম্মদ আবদুল হাই- পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের উপভাষা নিয়ে কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। মনিরুজ্জামান (২০০৭) তাঁর প্রবন্ধে /s/ ধ্বনিটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা চট্টগ্রামের উপভাষায় যে / $\widehat{ts}$ /, এবং শব্দের আদ্য অবস্থানে মুক্তাক্ষর ও অন্যান্য অবস্থানে বদ্ধাক্ষররূপে তা পাওয়া যায় বলেছেন। এছাড়াও /ɸ, f, q x, y, z/ একয়টি ঘর্ষণজাত ধ্বনি এ উপভাষায় পাওয়া যায় দেখিয়েছেন (মনিরুজ্জামান, ২০০৭)। আজিজুল(২০১৫) এবং আয়াজ (২০০৮) তাঁদের প্রবন্ধে চট্রগ্রামের উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর পরিবর্তন উদাহরণসহ দেখিয়েছেন; ঘর্ষণজাত ধ্বনির অধিক ব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। এছাড়াও চট্টগ্রামের উপভাষার বাক্যিক ক্রম নিয়েও আলোচনা পাওয়া যায় উক্ত দুটো প্রবন্ধেই। চট্টগ্রামের উপভাষার সম্প্রসারিত প্রত্যয় (inflectional affixes) এবং কিছুক্ষেত্রে শব্দক্রম (word order) চলিত বাংলার নিয়মিত শব্দক্রমের (কর্তা-কর্ম- ক্রিয়া) তুলনায় ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা আরও দেখান যে এ উপভাষায় নাবাচক ক্রিয়ারূপ আছে এবং ক্রিয়ার পূর্বে নাবাচক উপাদান ব্যবহৃত হয়। যেমন- ন যাইয়ুম (will not give), আঁই ন জানি (I do not know) ।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের চট্টগ্রামের উপভাষার বিশ্লেষণ থেকে যে কয়টি দিক লক্ষণীয়, তা হলো-

১) ঠোঁটের আকৃতি ও উচ্চতা অনুসারে তিনি স্বরধ্বনির পরিচয় দিয়েছেন।

২) অর্ধস্বরধ্বনি, দ্বৈতস্বরধ্বনি ও আনুনাসিক স্বরধ্বনির উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন।

৩) প্রয়োজনীয় উদাহরণসহ উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বর্ণনা করেছেন এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ও দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের আলোচনাও পাওয়া যায় তাঁর এ প্রবন্ধে।

চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিতত্ত্বের উপর মূল আলোচনা করা হলেও মুহম্মদ আবদুল হাই সীমিত পরিসরে চট্টগ্রামের উপভাষার রূপধ্বনিতাত্ত্বিক (রূপধ্বনিতত্ত্ব একই সাথে রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তনের আলোচনাও করেছেন এ প্রবন্ধে। তবে এসব কিছুর অতিরিক্ত যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, তা হলো- A study of chittagong dialect প্রবন্ধের(১৯৬৫) শুরুতেই মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন যে IPA ব্যবহার ছাড়াও প্রবন্ধে তিনি স্বর ও ব্যঞ্জণধ্বনির নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য কয়েকটি ব্যতিক্রমী ধ্বনিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন ; এবং প্রবন্ধের বেশ কিছু জায়গায় এদের ব্যবহারও লক্ষণীয়। এগুলো হলো-

স্বরধ্বনি	ব্যঞ্জনধ্বনি
E = অর্ধ উন্মুক্ত সম্মুখ স্বরধ্বনি	N = জিহ্বামূলীয় নাসিক্য (velar nasal)
O = অর্ধ উন্মুক্ত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	C = তালব্য-দন্তমূলীয় অঘোষ ঘর্ষণজাত ধ্বনি
M = আনুনাসিকতা	T = তালব্য-তাড়িত অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি
	D = তালব্য-তাড়িত অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি
	F = দ্বিওষ্ঠী বা ওষ্ঠীদন্তমূলীয় অঘোষ ঘর্ষণজাত ধ্বনি
	R = তালব্য তাড়িত ঘোষ অল্পপ্রাণ (flapped)
	S = পশ্চাৎ তালব্য অঘোষ শিষ জাতীয় বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি

মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন যে লেখার (typographical) সুবিধার্থে এ বর্ণগুলো ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন-

/ʃ / = শ	/~/ = আনুনাসিকতা নির্দেশক
/}/ = তাড়িত ধ্বনি	/}ʰ/ = মহাপ্রাণ তাড়িত ব্যঞ্জন ইত্যাদি।

৫. সিলেটী উপভাষা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উপভাষা চর্চা ৩টি উপভাষার মাঝে সীমিত ছিল, যার মধ্যে সিলেটী উপভাষা একটি। ইংরেজি ভাষায় এটি *A Study of the Sylheti Dialect* এবং বাংলায় *সিলেটী* শিরনামায় প্রকাশিত হয়।

তিনি তাঁর এ প্রবন্ধের বাংলা সংস্করণের শুরুতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৩৬৯ সালে 'পরিক্রম' পত্রিকায় ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সৈয়দ মুজতবা আলী 'সিলেটী' শীর্ষক একটি তথ্য সম্বলিত সুলিখিত প্রবন্ধ লেখেন; এতে মুজতবা আলী সিলেটের উপভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করেছেন(হাই, ১৯৬৫, পৃ.৬২২)। মুহম্মদ আবদুল হাই সৈয়দ মুজতবা আলীর সিলেটী প্রবন্ধটি পড়েন এবং এর ফলস্বরূপ দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন জায়গায় মুহম্মদ আবদুল হাই, মুজতবা আলীর প্রবন্ধটির সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সিলেটী উপভাষার আঞ্চলিক পার্থক্যকে প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পার্থক্য বলে ধরা যেতে পারে।

৫.১. ধ্বনিতত্ত্ব: মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে সিলেটী উপভাষার ধ্বনিমূলগুলো চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিমূলগুলো থেকে খুব বেশি পার্থক্যমণ্ডিত নয়। শুধুমাত্র যে কয়টি বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো–

ক) স্বরধ্বনিমূল এ/e/ চট্টগ্রামের উপভাষার তুলনায় চলিত কথ্য উপভাষার সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

খ) শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত প্রথম ও/o/ ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে উ/u/ হয়ে যায়, যেমন- /tomar/>/tumar/। তবে, শব্দ মধ্যে ও শব্দান্তে প্রাপ্ত ও/o/ ধ্বনিটি অপরিবর্তিত থাকে, যেমন -/Xoda/, /gΘlo/ইত্যাদি।

গ) শব্দের আদিতে হ/h/ ধ্বনিটি কিছুক্ষেত্রে /a/ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়।

হাতি /hati/ /ati/

হাঁটা /hata/ /ata/

চ) শ/S/ এবং স/s/ দুটো ধ্বনির উচ্চারণই সিলেটী উপভাষায় পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে ধ্বনিদুটি হ/h/ হিসেবে উচ্চারিত হয় ।

সাপ /Sap হাফ [haf]

শাক /Sak/ হাগ /hag/ ইত্যাদি।

ছ) পশ্চাৎ তালব্য(post alveolar-nasal) নাসিক্য ঙ/ŋ/ শুধুমাত্র দ্বিত্বব্যঞ্জন হিসেবে গ্/g/ ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত, যেমন- সঙ্গে [ʃoŋge]

জ) তালব্য- তাড়িত(alveolar flap) ড়্/ɽ/ সিলেট জেলার সবর্ত্র র্/r/ রূপে উচ্চারিত হয় না, কোনো কোনো অঞ্চলে (যেমনঃ বালাগঞ্জে) ড়্/ɽ/ হিসেবেই উচ্চারিত হয়; যেমন- বাড়ি /baɽi/। এছাড়া সাধারণত ড়্/ɽ/ বা ঢ়/ɽʱ/—–– র্/r/ ধ্বনির মতোই উচ্চারিত হয় ।

মুহম্মদ আবদুল হাই আরও উল্লেখ করেন যে, পূর্ববাংলার অন্যান্য উপভাষাগুলোর মতোই সিলেটী উপভাষাতেও /গ্ জ্ ড্ দ্ ব্/ এই স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় এবং মহাপ্রাণ ঘোষ স্পর্শ / ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্/ ধ্বনিগুলো সবর্ত্রই অল্পপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় (হাই, ১৯৬৫; পৃ. ৬২৫)।

৫.২. **অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যঃ** মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর প্রবন্ধে সিলেটী ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে সিলেটী ভাষায় দুই প্রকার accent বা tone আছে এগুলো হলো- (ক) শ্বাসঘাত (stress accent) এবং (খ) মীড় (accent)।

তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইন্দোইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর পাক-ভারতীয় আর্য ভাষা বা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর কোনো ভাষা এ ধরনের স্বরীয়(tonal)নয়। তবু পূর্ববাংলার বিশেষভাবে ঢাকা, নোয়াখালী, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেটী উপভাষাগুলোর মধ্যে বাকপ্রবাহে বাক্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনি তরঙ্গের তরঙ্গভঙ্গে(waves)-ই এমন এক উঁচু নিচু গতি লক্ষ করা যায়, যা এক উপভাষা থেকে অন্য উপভাষাকে আলাদা করে দেয় (হাই, ১৯৬৫; পৃ. ৬২৫)।

৫.৩. **রূপতত্ত্বঃ** সিলেটী উপভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ধ্বনিতত্ত্বে ততটা নজরে না পরলেও রূপতত্ত্বে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট বলে মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন। একদিকে

সুনামগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট শহর ও করিমগঞ্জ অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে; অন্যদিকে মৌলভীবাজারসহ হবিগঞ্জের পূর্বাঞ্চল জুড়ে দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের মধ্যে এ পার্থক্য পাওয়া যায়(হাই, ১৯৬৬,পৃ.৩৩)।

	ঘটমান বর্তমান কাল	উত্তম পুরুষ
	আমি/আমরা খাইরাম (খাইতেছি অর্থে)	
উত্তরাঞ্চল	খাইয়ার	
দক্ষিণাঞ্চল	খাইত্রায় (খাইতেছো অর্থে)	মধ্যম পুরুষ
উত্তরাঞ্চল	খাইরাম	
দক্ষিণাঞ্চল	খা-র/ খারের (খাইতেছেন অর্থে)	প্রথম পুরুষ
উত্তরাঞ্চল	খায়রা/খায়তাছোইন	

তবে এ পাথর্ক্যের কথা উল্লেখ করেই মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন যে সমস্ত সিলেটী ভূ-খণ্ডের উপভাষায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা এমন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা এ উপভাষা বলেন ও যারা শোনেন তাঁদের কানে বলে দেয় সিলেটী উপভাষা কোনটি।

ক) কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	/e/ - [×]	/ra/ or /in/
কর্ম ও সম্প্রদান	/rar/	/re/
করণ	/redia/	/rardia/
	/e/	/ra /
অপাদান	/tɔne, taxi, taixxa, oite/,	একবচন এর মতোই
সম্বন্ধপদ	/r- r /	/rar/
অধিকরণ	/ɔte≈e/	একবচন এর মতোই

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে /ɔr/, /or/ সহযোগে সম্বন্ধপদে একবচন গঠনের রীতি সিলেটী উপভাষাকে অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এছাড়াও অধিকরণ এবং রায় /ra≈e/ যোগে করণকারকে বহুবচন তৈরি করা এ উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

/gɔr/ + /o/ = /gɔro/

/manus((/ + /rae/ = /manus(rae/ ইত্যাদি।

খ) অনেক সময় /ain/ যুক্ত হয়ে বহুবচন তৈরি হয়; যেমন: তাইন /tain/ অথবা /taintain/ (তাঁরা, সম্মানসূচক)

গ) সর্বনামের রূপ:

কারক	পুরুষ	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	প্রথম	/ami-mui/	/amra/
	দ্বিতীয়	/tumi/	/tumra/
		/tuitain/	/tɔra/
		/afne/	/afnara, afnera/
	তৃতীয়	/he/	/tara/
		/tain/	/tara-tainra/ /taintain/

এভাবে *সিলেটী* প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাই বিস্তারিতভাবে সিলেটী উপভাষার কারক এবং ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বচন অনুযায়ী আলোচনা করেছেন।

৫.৪. শব্দগত বৈচিত্র্যঃ মুহম্মদ আবদুল হাই দেখিয়েছেন যে সিলেটী উপভাষায় কিছু মজাদার ক্রিয়ামূল আছে, যেমন–

উবা /uba/ = দাঁড়াও (to stand up)

মাত /mat/ = কথা বলা (to speak)

হর/হরো /hɔr/ = সরে যাওয়া (to get away)

হামা /hama / = ঢুকতে বলা (to enter) ইত্যাদি।

এছাড়াও সিলেটী উপভাষায় কিছু অন্ত্যপ্রত্যয় আছে, যা ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে কোনো কিছুর ‘স্বভাব সিদ্ধ’(customary habit) বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে । যেমন-

খা + উরা /xa+ ura / = খাউরা/xaura/ (যে খায়)

দে + উরা /de + ura / = দেউরা/deura/ (যে দেয়)

নাচ্ + উরা /nac + ura/ = নাচুরা/nacura/ (যে নাচে/স্ত্রী)

নাচ্ + উনি /nac + umn/ = নাচুনি/nacuni/ (যে নাচে/পুং)

পরবর্তী পর্যায়ে সিলেটী উপভাষা নিয়ে কিছু গবেষণা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাওয়া যায়, এগুলোর মধ্যে *Lexical Tones in Sylheti* (2014), Lenition Process and Sylheti Bangla Obstruents (2016), A Comparative Study of Bangla and Sylheti grammar (2017), The Phoneme Inventory of Sylheti: Acoustic Evidences (2018), *Prosodic Patterns in Sylheti-English Bilinguals* (2022) ইত্যাদি।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর *সিলেটী* প্রবন্ধটি মূলত সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধের এবং তাঁর বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই লিখেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছেন যে মুজতবা আলী যদি সিলেটী ধ্বনিগুলো উদ্ধার করে সেগুলোর ব্যবহারবিধি নির্দেশ করতেন, তাহলে সিলেটী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা পেতাম। একইসাথে সেটা হতো বর্ণনামূলক ধ্বনিতাত্ত্বিকদের জন্য নির্দেশনামূলক।

৬. উপসংহার: উপভাষাচর্চার ইতিহাস প্রাচীন। তবে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক রচিত ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের

উপভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো কেবল বাংলা উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছে তা নয়, বাংলা উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে এগুলো আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*-এর আলোকে তিনি যে এ উপভাষাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেছেন, তা তৎকালীন ভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। জ্ঞানচর্চা এবং ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্রম অগ্রসরতায় একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসে দাঁড়িয়ে হয়তো তাঁর বিশ্লেষণগুলোর সাথে সর্বক্ষেত্রে ঐকমত্য না ও পোষণ করা যেতে পারে, অথবা এঁর সাথে সংযোজন এবং বিয়োজন করা যেতে পারে বহু বৈশিষ্ট্য। বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যুক্ত করে দেয়া যেতে পারে পূর্ণতা। তবে, তাতে করে মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক আলোচিত বাংলার ৩টি উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ও চলিত কথ্য বাংলার সাথে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপিত আলোচনা যে জ্ঞানধারার সূচনা করেছিল, তাকে কেবল পরিমার্জিত বা অনুসরণ করা যায়, নতুন করে আবার শুরু করা যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানতাপস মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ধ্বনিতত্ত্বচর্চা এবং উপভাষার ভাষাবৈজ্ঞানিকচর্চা এ শাখায় জ্ঞানেন্বাষী ব্যক্তি ও গবেষকদের অবশ্যই সুপথগামী করবে। এ মহান মনীষী এত অল্প বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে না গেলে নিঃসন্দেহে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে রেখে যেতে পারতেন প্রতিভার আরও অনেক পরিচয়।

তথ্যনির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.)। ২০১৫। *বাঙলা ভাষা* (১ম খণ্ড)। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.)। ২০১৫। *বাঙলা ভাষা* (২য়. খণ্ড)। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল। ১৯৫৮। *উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ।* হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.)। ২০১৫। *বাঙলা ভাষা* (১ম খণ্ড)। পৃ. ৩২৬-৩৩৮। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

মনিরুজ্জামান। ১৯৯৪। উপভাষা চর্চার ভূমিকা। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল। ১৯৬৫। ঢাকাই উপভাষা। হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.)। *মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*। ১৯৯৪। পৃ.৫২৯-৫৪১। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আবদুল। ১৯৬৫। সিলেটী। হুমায়ুন আজাদ(সম্পা.)। *মুহাম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*। ১৯৯৪। পৃ.৬২২-৬২৫। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

Das, A. R. (2017). A comparative study of Bangla and Sylheti grammar. *Universita degli Studi di Napoli Federico II*, p. 389.

Gope, A., & Mahanta, S. (2014). Lexical tones in Sylheti. In *Fourth International Symposium on Tonal Aspects of Languages*, p. 10-14.\

Gope, A. (2018). The phoneme inventory of Sylheti: Acoustic evidences. *Journal of Advanced Linguistic Studies*, Vol. *7*(1-2).

Hai, Muhammad Abdul. (1965). A Study of Chittagong Dialect. In Anwar S. Dil (ed.), *Studies in Pakistani Linguistics*, Vol. 5, pp.17-23. Lahore: Linguistics Research Group of Pakistan.

Hai, Muhammad Abdul. (1966). A Study of the Sylhet Dialect. In Anwar S. Dil (ed.), *Shahidullah Presentation*, Vol. 7, p.25-36. Lahore: Society for Pakistani Linguistics.

Hai, Muhammad, Abdul. (1966). Dacca Dialect. In Punya Sloka, Muhammad Abdul Hai & Lila Ray (Eds.). *Bengali Language Handbook. pp.* 89-98. Washington: Center for Applied Linguistics.

Hai, Muhammad, Abdul. (1966). Chittagong Dialect. In Punya Sloka, Muhammad Abdul Hai & Lila Ray (Eds.). *Bengali Language Handbook. pp.* 89-98. Washington: Center for Applied Linguistics.

Hoque, Muhammad Azizul. (2015). Chittagonian Variety: Dialect, Language, or Semi_Language?. *IIUC Studies*, Vol. 12 (1813), p. 46-62.

McCarthy, K. M., & de Leeuw, E. (2022). Prosodic patterns in Sylheti-English bilinguals. *Studies in Second Language Acquisition*, Vol. *44*(2), p.562-579.

Moniruzzaman. (2007). Language and Literature (Cultural Survey of Bangladesh Series-6). Dialect of Chittagong (pp.236-245). Z. I. Ali. Trans. In Morshed, A.K.M. (Ed.). Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Uddin, Md. Ayaj. (2008). Chittagonian Language”, International Relations, Vol. 1 (1).